unprejudiced spirit."[3]

1.1 প্রাক্-সক্রেটীয় দার্শনিকগণ [Pre-Socratic Philosophers]

"প্রাক্" শব্দটি যদিও "পূর্ববর্তী" বোঝায়, তথাপি বর্তমান আলোচনায়, বাড়তি অর্থযুক্ত করতে হবে। কারণ কয়েকজন দার্শনিক, যেমন ডেমোক্রিটাস (460-415 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ও প্রোটাগোরাস (480-415 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) সক্রেটিসের সময় (469-399 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) জীবিত ছিলেন। তাহলে এখানে সেই ধরনের দার্শনিক আলোচনাকে প্রাক্-সক্রেটীয় বলা হবে যা সক্রেটিসের পূর্বের বা সমকালে সক্রেটিস এবং প্লেটোর বক্তব্য থেকে ভিন্ন। "অধিবিদ্যা" নামক গ্রন্থে অ্যারিস্টট্‌ল এঁদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একদিকে রেখেছিলেন একত্ববাদী (Monist) এবং বহুত্ববাদীদের (Pluralist) এবং অপরদিকে পিথাগোরীয় চিন্তাবিদদের। উপাদান, আকার, নিমিত্ত ও উদ্দেশ্য—এই চার ধরনের কারণের ধারণা সামনে রেখে বিভাজন তৈরি হয়েছিল।

প্রাক্-সক্রেটীয় দার্শনিকদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা হল—

1. থ্যালেস (Thales) [624-546 খ্রিস্টপূর্বাব্দ]
2. অ্যানাক্সিমেন্ডার (Anaximander) [611-547 খ্রিস্টপূর্বাব্দ]
3. অ্যানাক্সিমেনেস্ (Anaximenes) [544-524 খ্রিস্টপূর্বাব্দ]

   } আইয়োনীয় সম্প্রদায় [The Ionics]

4. জেনোফেনস্ (Xenophanes) [570-480 খ্রিস্টপূর্বাব্দ]
5. পারমেনাইদিস (Parmenides) [515-450 খ্রিস্টপূর্বাব্দ]
6. জেনো (Zeno) [489-430 খ্রিস্টপূর্বাব্দ]

   } ইলিয়াটিক সম্প্রদায় [The Eleatics]

7. হেরাক্লাইটাস (Heracleitus) [535-475 খ্রিস্টপূর্বাব্দ]
8. এম্পিডোক্লিস (Empedocles) [490-430 খ্রিস্টপূর্বাব্দ]

1. ভূমধ্যসাগরীয় ইতিহাসে 323 খ্রিস্টপূর্বতে আলেকজান্ডারের মৃত্যু-সন থেকে 31 খ্রিস্টপূর্বতে রোমান প্রজাতন্ত্রের চূড়ান্ত যুদ্ধ Battle of Actium-এ সম্রাট অগাস্টাসের হাতে মার্ক অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রার পরাজয় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

2. Cambridge Companion to Early Greek Philosophy New Book.
3. Frederick Copleston—A History of Philosophy, vol 1, P.22, Image Books, 1962.

9. অ্যানাক্সাগোরাস (Anaxagoras) [500-424 খ্রিস্টপূর্বাব্দ]
10. ডেমোক্রিটাস [Democritus) [460-371 খ্রিস্টপূর্বাব্দ]
11. প্রোটাগোরাস (Protagoras) [480-410 খ্রিস্টপূর্বাব্দ]
12. গর্জিয়াস (Gorgias) [483-375 খ্রিস্টপূর্বাব্দ]
13. পিথাগোরাস (Pythagoras) [580-500 খ্রিস্টপূর্বাব্দ]

} সোফিস্ট সম্প্রদায় [The Sophists]

ওই তালিকা থেকে নির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুযায়ী কয়েকজন দার্শনিকের বক্তব্য আলোচনা করব।

1.2 আইয়োনীয় সম্প্রদায় [The Ionics]

এশিয়া মাইনরের উপকূলে আইয়োনিয়াতে প্রাচীন গ্রিক দর্শনের পথ চলা শুরু থ্যালেস, অ্যানাক্সিমেন্ডার এবং অ্যানাক্সিমেনেস্ এই তিনজনকে একত্রে 'The Ionics' বলা হয়। মোটামুটিভাবে 624 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে 524 খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এদের দার্শনিক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। এদের মূল রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। সমসাময়িক কালের এবং পরবর্তীকালের লেখকদের লেখনী থেকে, বিরুদ্ধ সমালোচনা থেকে, রচনার কিছু কিছু খণ্ডিত অংশ (fragments) থেকে এঁদের বক্তব্য গঠন করেছেন দর্শনের ইতিহাস রচনাকারীগণ।

আইয়োনীয় যুগের মূল চিন্তা ছিল এই ভাবনাকে উপস্থিত করা যে, কীভাবে বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎকে একটিমাত্র একক, চূড়ান্ত বা মূল নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। থ্যালেস থেকে শুরু করে অ্যানাক্সিমেনেস্ পর্যন্ত সকলেই সেই একক নীতিটিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, যার থেকে সকল কিছু উৎপন্ন হয়েছে। ফলে প্রথম যুগটিকে বিশ্বতাত্ত্বিক (Cosmological) বিষয়ে ভাবনার কাল বলা যায়, যেখানে "প্রকৃতি" ভাবনা প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। কপোলস্টোন বলেছেন যে, গ্রিক চিন্তার উজ্জ্বল কীর্তির শৈশবভূমি আইয়োনিয়া।[1]

আইয়োনীয় দার্শনিকরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সর্বগ্রাসী পরিবর্তনশীলতা দিয়ে যার প্রকাশ জন্ম-মৃত্যু, বেড়ে ওঠা–ধ্বংস হওয়া, আবির্ভূত হওয়া–নিভে যাওয়া—এই প্রত্যক্ষলব্ধ সর্বজনীন ঘটনাগুলির দ্বারা, যাকে কোনোভাবে এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

ওই প্রাজ্ঞ ত্রয়ী লক্ষ করেছিলেন যে, সকল প্রকারের পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্যে অবশ্যই স্থায়ী কোনো কিছু থাকবে। কারণ পরিবর্তন বলতে অবস্থান্তর বোঝায় এবং তাই সকল পরিবর্তনের শরিক এমন কিছু থাকবে যা অপরিবর্তনীয়। মৌলিক বা প্রাথমিক এমন বস্তু অবশ্যই থাকবে যা বিভিন্ন আকার ধারণ করে এবং বিভিন্ন পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়। পরিবর্তন ও দ্বন্দ্বের মাঝে থাকা ওই ঐক্যবদ্ধ (Unity) উপাদানটিকে থ্যালেস বললেন জল, অ্যানাক্সিমেন্ডার একে অনির্দিষ্ট, নিরাকার জড় আখ্যা দিলেন, অ্যানাক্সিমেনেসের কাছে তা বাতাস বা বায়ু। কিন্তু ভিন্নতা সত্ত্বেও মূলে এঁরা সকলেই জড়বস্তুকে প্রাথমিক মানলেন, জড়বাদের হাত ধরে দর্শনের আবির্ভাব ঘটল।

কেউ বলতে পারেন যে আইয়োনীয়গণ দার্শনিক ছিলেন না, প্রাথমিক পর্যায়ের বিজ্ঞানী ছিলেন যাঁরা জড় জগৎ ও বাহ্য জগৎকে বুঝতে চেয়েছেন। মনে রাখতে হয় যে, মানুষ প্রথম স্তরে বহির্মুখী, বাহ্যবস্তুই তার কাছে চেতনায় বিষয় হয়ে আসে। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে যে অন্তর্মুখীন হয়ে সত্যকে নিজের ভিতরেও খোঁজার চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে আমরা বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ জড়বস্তুকেই খুঁজে পাই। কিন্তু সকল জড়বস্তুর পশ্চাতে স্থিত জড়-চরিত্রের সাধারণ লক্ষণটিকে নিছক পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পাই না, অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করতে হয় বিমূর্ততার স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য। এখান থেকে আসে এক সর্বব্যাপী প্রাথমিক দ্রব্য তথা সূত্রের (যার থেকে সকল কিছু উদ্ভূত হয়) ধারণায়—তা সে জল, বা নিরাকার জড় বা বায়ু, যাই হোক না কেন। কপোলস্টোন বলেন, "Consequently we might perhaps call the Ionian cosmologies instances of abstract materialism"। অন্যভাবে বলা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ের

1. Copleston, Vol.1, P-33.

ভাবনার জগতে আইয়োনীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য গড়ে ওঠেনি। এরা জগৎ ভাবনার সঙ্গে ধর্মীয় ভাবনাকে মিলিয়ে ফেলেন, মানবকেন্দ্রিক জগৎ চিত্র গড়েননি।

1.3 আইয়োনীয় দার্শনিকগণ [The Ionian Philosophers]

■ থ্যালেস [Thales] (624-546 খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

আজকের দিনে যে দেশকে তুর্কি (Turkey) বলে সেটাই ছিল অতীতের আইয়োনিয়া, যার অন্তর্গত মাইলেতুস (Militus) নামের গ্রিক নগরে বসবাস করতেন থ্যালেস। অ্যারিস্টট্‌ল থ্যালেসকে চিহ্নিত করেছেন প্রথম একত্ববাদী এবং জড়বাদী দার্শনিক হিসেবে, যাঁকে পাশ্চাত্য দর্শনের সূচনাকারী বলা যায়। তিনি ছিলেন প্রাচীন গ্রিসের সাতজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের (Seven inisemen) মধ্যে একজন। বেশিরভাগ প্রাক্-সক্রেটীয় দার্শনিক জাগতিক সকল বস্তুর পশ্চাতে কেবলমাত্র একটি জড় সূত্রের (material principle) সন্ধান পেয়েছিলেন। সূত্র বা উপাদান (element) বলতে তারা বুঝেছিলেন সেই বিষয়টিকে যা সকল বস্তুতেই থাকে, যার থেকে বস্তুগুলির উদ্ভব হয় এবং বস্তুগুলি ধ্বংস হওয়ার পর যাতে ফিরে যায়। প্রাথমিক দ্রব্য (Primary Substance) যেহেতু থেকেই যায় তাই যথার্থ অর্থে কোনো কিছু সৃষ্ট অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। এই প্রাথমিক সূত্রটিকে একত্ববাদী জড় (matter) এবং একক (unit) আখ্যা দিয়েছেন। থ্যালেস এই প্রাথমিক একক জড় সূত্রকে জল (water) বা অপ্ বলেছেন।

জগৎ কী দিয়ে গঠিত? থ্যালেস বললেন, জল বা আর্দ্রতাই হল প্রথম উপাদান। চতুর্দিক জল পরিবেষ্টিত দ্বীপে অবস্থান করে প্রত্যক্ষলব্ধ বিষয় জলকে বেছে নিলেন। জলেই জগতের উদ্ভব এবং পৃথিবী জলের ওপর ভাসমান থাকে। অনেকে মনে করেন যে থ্যালেসের মতে, পৃথিবী হল চ্যাপটা, পাতলা এবং বৃত্তাকার। পৃথিবী যেহেতু জলের ওপর ভাসমান, তাই জল উত্তাল হলে ভূমিকম্প দেখা দেয়। তবে এসব ব্যাপার অনেকাংশে আরোপিত, কারণ থ্যালেসের কোনো লেখার সমর্থন নেই।

কেন থ্যালেস জলকে প্রাথমিক সূত্র বললেন? অ্যারিস্টট্‌ল দুটি কারণের কথা বলেছেন।[1] প্রথমত, সকল কিছুর পুষ্টিসাধনে আর্দ্রতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি বস্তুর উদ্ভবের সঙ্গে আর্দ্রতা যুক্ত থাকে। জল হল আর্দ্রতার প্রাথমিক সূত্র। তবে গাথ্রি মনে করেন, এমন যুক্তি খুব সাক্ষাৎভাবে এসে পড়ে যে, জল স্বাভাবিকভাবে ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত হয় কঠিন, তরল ও বায়বীয় আকারে।[2]

থ্যালেসের নামের সঙ্গে একাধিক বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড যুক্ত আছে—(a) কথিত আছে যে তিনি 585 খ্রিস্টপূর্বাব্দের সূর্যগ্রহণে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। (b) তিনি জ্যোতির্বৈজ্ঞানীয় দিনপঞ্জি (almanc) রচনা করেছিলেন। (c) বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, কীভাবে ভূমিতে দুটি অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে জাহাজের দূরত্ব গণনা করতে হয় তা আবিষ্কার করেছিলেন। কোনো পিরামিডের ছায়া দেখে তার উচ্চতা নির্ণয় করতে পারতেন।[3] (d) আরও একটি বিষয় থ্যালেসের নামের সঙ্গে অনেকে যুক্ত করেছেন তা হল, যেহেতু সর্বত্রই স্বাভাবিক পরিবর্তন আছে, তাই জগৎ হল প্রাণবন্ত (animated), এমনকি আপাতভাবে প্রতীয়মান নির্জীব বা জড় জগতের বস্তুগুলিরও আত্মা (Psyche) বা স্ব-গতির সূত্র আছে।[4]

---

1. Ibid.
2. 'The most obvious explanation Seems to be that water exhibits naturally to the senses, without any apparatus of scientific experiment...in the three forms solid, liquid and gaseous...' The Greek Philosophers, W.K.C. Guthrie, P-25, Methren & Co. Ltd., 1967.
3. A History of Western Philosophy, B.Russell, P-45.
4. Article of P. diamondopoulos—Thales of Miletus, The Enclycopedia of Philosophy, P-97, Vol.8, Edt by P.Edwards.